চট্টগ্রাম বন্দরে আন্দোলন ঠেকাতে চাঁদা দাবির অভিযোগে এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে সমালোচনা

সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরে 'সাইফপাওয়ার টেক' বিরোধী আন্দোলন বন্ধের শর্তে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় দেড় মিনিট দৈর্ঘ্যের ওই ভিডিওতে আফতাব হোসেন রিফাত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে নিজাম উদ্দিনকে মেসেঞ্জারে কলে কথা বলতে শোনা যায়, যা অন্য একটি ফোনে ধারণ করা হয়। ভিডিওতে শুরুতে আফতাবকে বলতে শোনা যায়, "যদি মীর ভাইয়েরা আন্দোলন বন্ধ না করে, তখন কী করব?" জবাবে নিজাম উদ্দিন বলেন, "আন্দোলন বন্ধ করাব। তোমারে দিছে, টাকা দিছে?" আফতাব 'হ্যাঁ' উত্তর দিলে নিজাম উদ্দিন জানতে চান, "কত লাখ?" উত্তরে আফতাব বলেন, "পাঁচ।" তখন নিজাম উদ্দিন বলেন, "আরও বেশি নিতা প্রেশার দিয়ে… দেখো, ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না, নিতে পারলে আমি এসে রোহান, মীরদেরকে কিছু দিয়ে দিলাম।"

সংগঠনের নেতাকর্মীরা জানিয়েছেন, আফতাব হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক সমন্বয়কারী। ভিডিওটি ফেসবুকে আপলোড করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব রাহাদুল ইসলাম। তিনি পোস্টে লেখেন, "সাইফপাওয়ার টেকবিরোধী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে নিজাম উদ্দিন ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এটি শুধু দুর্নীতিই নয়, ছাত্র ও জনতার বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।"

রাহাদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, "আমাকে একজন ভিডিওটি দিয়েছে। নিজামের বিরুদ্ধে এর আগেও চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এবার সাইফপাওয়ার টেক থেকে আন্দোলন দমাতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ এসেছে।"

অভিযোগ প্রসঙ্গে নিজাম উদ্দিন বলেন, "এগুলো পুরোনো ভিডিও। রাজনৈতিকভাবে আমাকে কোণঠাসা করতে পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয়েছে। যে ভিডিও করেছে (আফতাব), সে লাইভে এসে বিস্তারিত বলবে।"

এর আগে, গত ৫ জুলাই এক নারী নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুই কোটি টাকা চাঁদা দাবি ও মিথ্যা মামলার অভিযোগ এনে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। ওই অভিযোগের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রাম নগর শাখার সদস্য সচিব পদ থেকে তাকে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়, পরে তিনি পুনর্বহাল হন।